দৈনিক বাংলা

(29)

তারিখ ... 26/6/83

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

025

জেসমিন

(১ম পৃঃ পর)

পেয়েছে। সম্মিলিত মেধা তালিকায় তার স্থান দশম।

ফল বেরুবার আগের দিন জেসমিন নাটোরে নানা বাড়ি বেড়াতে গেছে। পার্ক এভিন্যুতে ওদের বাসায় কথা হলো ওর বাবার সঙ্গে তিনিই সাংবাদিকদের জানালেন জেসমিনের কথা। ওর বাবা জনাব আবু মোজাফফর হোসেন পিডব্লিউডির আরবারি কালচার বিভাগের নির্বাহী অফিসার। মা মিসেস সুফিয়া খাতুন নিম্ন আণবিকশক্তি কমিশনের প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার।

রুবাইয়াত-ই জেসমিন ওরফে শীলা বরাবরই ভালো ছাত্রী। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়েছে সে। ১ম থেকে দশম শ্রেণীতে ওঠার সময় এবং দশম শ্রেণীর সব কটি পরীক্ষায় সে ফার্স্ট হয়েছে।

পরীক্ষার আগে শীলা প্রতিদিন আট থেকে দশ ঘন্টা করে পড়েছে তার কোন গৃহশিক্ষক ছিল না পদার্থ বিজ্ঞান রসায়ন এবং অংক দেখিয়ে দিতেন মা।

ভালো ফল ওর প্রত্যাশিত ছিল। ওর বাবার আক্ষেপঃ ইসলামিয়াতে শীলা আশানুরূপ নম্বর পায়নি নম্বর পেয়েছে ৭১, পরীক্ষা বেশ ভালো হয়েছিল।

শীলা নিয়মিত নামাজ পড়ে, রোজা রাখে। ওরা এক ভাই, এক বোন—শীলা বড়। ওদের গ্রামের বাড়ি মানিকগঞ্জের হরিরামপুর থানার কৌড়ীতে।

শীলা গান এবং বই খুব ভালো বাসে। গান ছাড়া তার পড়াশোনাই হয় না। ওর আরো সখঃ ডাকটিকিট, মুদ্রা এবং ভিউ কার্ড সংগ্রহ।

শিরিন

(১ম পৃঃ পর)

শিরীনের মা মিসেস নাইয়ার চৌধুরী ইডেন গার্লস কলেজের প্রফেসর এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান।

তার বাবা-মা জানান, শিরীনকে তাঁরা সব সময় স্বনির্ভর হবার শিক্ষা দিয়েছেন। অংকের জন্যে এক জন গৃহশিক্ষক ছিল তার।

টেস্টের পর তিনি প্রতিদিন গড়ে ৮/৯ ঘন্টা পড়াশোনা করেছেন। প্রস্তুতি এবং পরীক্ষা অনুযায়ী তাঁর ধারণা ছিল স্টার পেয়ে ফার্স্ট হবেন।

শিরীন পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়েছিলেন। লেখাপড়ার বাইরে সঙ্গীত, আবৃত্তি, বিতর্ক এসবের জন্যে তিনি মিস হলিক্রস-৮২ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন।

শিরীন গান শুনতে আর বই পড়তে পছন্দ করেন। প্রিয় লেখক রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং টলস্টয়। প্রিয় শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস এবং চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। তিনি পরীক্ষার পর থেকে বিশিষ্ট শিল্পী কলিম শরাফীর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখছেন। আগে শিখেছেন প্রয়াত জাহেদুর রহিম ও অজিত রায়ের কাছে।

নোয়াখালীর মেয়ে শিরীন শারমিন চৌধুরী বিতর্ক এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছেন অনেক। দু বোনের মধ্যে তিনি বড়। ছোট বোন নাওরীন হলিক্রস স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী।

পণ্ডিচেরী

(১ম পৃঃ পর)

অযোগ্যতার অভিযোগ করে কংগ্রেস আই ডিএমকে থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে। ফলে ডিএমকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। গত তিন বছর থেকে ডিএমকে এ রাজ্যে ক্ষমতাসীন ছিল।

মাহমুদ হাসান

(১ম পৃঃ পর)

স্মরণ করে তিনি জানান যে স্যার সবসময় উৎসাহ দিয়ে বলতেন—'মাহমুদ তুমি কলেজের নাম রাখবে।' মাহমুদ আরও জানান যে ওর চাচা মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ এফ এম আবদুর রব, মা এবং বড় ভাই ক্যাডেট জাহিদ হোসেন (জাহিদ ১৯৮২ সালের এসএসসি পরীক্ষায় একই কলেজ হতে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ষষ্ঠ হয়েছিল) তাকে লেখাপড়ায় সাহায্য করেছেন। তিনি প্রতিদিন গড়ে ছ'ঘন্টা করে লেখাপড়া করেছেন। শিক্ষাজীবন শেষে মাহমুদ বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিসে যোগদেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। মাহমুদের হবি ঃ বই পড়া, গান শোনা ও ভ্রমণ।

ক্যাডেট মাহমুদ কৃষি বিষয়ক বহু গ্রন্থের প্রণেতা এবং সড়ক ও জনপথ পরিদফতরের এক্জিকিউটিভ আরবরিকালচারিস্ট জনাব এফ এম মনিরুজ্জামানে দ্বিতীয় পুত্র।

এম এ খান

(১ম পৃঃ পর)

নৌ পরিবহণ আইন সংশোধন করা হয়েছে। মন্ত্রী আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারী জানান।

এডমিরল খান মোটর লঞ্চের নকশার ব্যাপারে নেদারল্যান্ড সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন। কারণ তাদের নকশা কারিগরি দিক দিয়ে খুবই আধুনিক।

ডিসিএমএলএ বলেন, একটি উন্নত নৌ পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে সরকার সংশ্লিষ্ট নৌ পরিবহণ এজেন্সীগুলোকে সক্রিয় করা হয়েছে।

তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই এজেন্সীগুলো যাতে অবদান রাখতে পারে সেজন্যে সরকার সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা নেবেন।

আল জামীন

(১ম পৃঃ পর)

৫৬ জন ছাত্রের সম্মিলিত গ্রুপে চতুর্থ হয়েছিলেন।

আল জামীনের অংকে কোন উৎসাহ নেই। ফুটবল এবং টেবিল টেনিস খেলার দিকে তাঁর ঝোঁক। টেবিল টেনিসে তিনি পুরস্কার পেয়েছেন চারবার। তিনি মোহামেডানের সমর্থক।

তিন ভাই দু বোনের মধ্যে আল আমীন মেজো। পরীক্ষার পর অবসর কেটেছে বেড়িয়ে। তার বাবা নূরুল ইসলাম সুতোর ব্যবসা করেন। পুরানা পল্টন লাইনে নিজেদের ঘর তলা বাড়ির তেতলায় আমীনরা থাকেন।